Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া আক্তার

রোলঃ 216020568

০৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া আক্তার

রোলঃ 216020568

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া আক্তার, আইডিঃ 216020568 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৯ মে, ২০২৪ ইং

সুরাইয়া আক্তার

আইডিঃ 216020568

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5
সালাতের পরিচয়: 6
সালাতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা: 7
চেয়ারে বসে সালাত আদায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা: 12
চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের মূলনীতি ও কিছু বিধান: 13
চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম: 17
চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান: 20
অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা জায়েয হয়ে যায় না: 21
যাদের জন্য পুরো সালাত চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয: 25
যাদের জন্য সালাতের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েজ: 25
যাদের জন্য চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা নাজায়েয: 28
চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি: 30
মসজিদে সালাতের জামাতে চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান: 32
চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য: 34
উপসংহার: 37

ভূমিকা:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

“সালাত” হচ্ছে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় স্তম্ভ। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার থেকে নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। ‘নামাজ’ শব্দটি ফারসি। এর আরবি মূল শব্দ ‘সালাত’। বাংলাদেশসহ এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নামাজ শব্দটির প্রচলন বেশি।সালাত একটি ফরজ ইবাদত এটি কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সালাতকে দ্বীন ইসলামের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘরের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব নয়, তেমনি নামাজ ছাড়া দ্বীন পরিপূর্ণ হয় না।নামাযের যে পদ্ধতি ফরয করা হয়েছে,চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সেই ফরয আদায় করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।কেননা, নামাযের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা‘দা তথা বৈঠক। বলা বাহুল্য যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে কিয়াম ও রুকু-সিজদার ফরয এবং তাশাহহুদের জন্য জমিনে বসার হুকুম আদায় হয় না। সুতরাং এই বাস্তবতার প্রতি খেয়াল করলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার কথা কল্পনাও করা যায় না।যেকোনো অসুস্ততার কারণেই কেউ মাযূর (অক্ষম) সাব্যস্ত হয় না। অনুরূপভাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল, “যতটুকু ওযর (অক্ষমতা) ততটুকু ছাড়”।বসে সালাত করতে গিয়ে অনেকেই ভুল করে থাকে। কারণ অনেকেই এর বিবিধ অবস্থা ও চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নয়।চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম সম্পর্কে সাধারনত খুব কম আলেমই আলোচনা করেছেন।আমাদের সবার এই বিষয়টি সর্ম্পকে জানা অত্যন্ত জরুরি।কারণ মুসল্লিগণ যাতে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে তাদের সালাত আদায় করতে পারে এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতে পারে।কেননা আমরা জানি যে, সালাত হচ্ছে শাহাদাতাইনের পর ইসলামের মূলস্তম্ভ এবং মৌলিক অঙ্গ। সালাতের সাথেই

ব্যক্তির অন্যান্য কর্মকাণ্ড বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি জড়িত। সুতরাং সালাত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় তবে অন্য আমলও তার বিশুদ্ধ হবে। আর যদি সালাতই শুদ্ধ না হয় তবে অন্যান্য আমলও তথৈবচ। তাই সালাতকে যথাযথভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে সচেষ্ট থাকার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তার বর্ণনা করা দ্বীনের অন্যতম কাজ হিসেবে পরিগণিত।বিশেষ করে বর্তমানে চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা এতই বেড়ে গেছে যে প্রায় সকল মসজিদেই তাদেরকে দেখা যায়। অথচ অনেকেই অবচেতনভাবে তাতে ভুল করে যাচ্ছে। কারণ এমন অনেক আছে যে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকু বা সিজদা করতে পারে না, অথচ সে না দাঁড়িয়েই বসে বসে সালাত আদায় করছে, অথচ সালাতের প্রতি রাকাতে দাঁড়ানো সালাতের রুকন। এ জাতীয় আরও কিছু ভুল সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব।

সালাতের পরিচয়:

‘সালাত’ আরবী শব্দ।এর শাব্দিক অর্থ হলো:

- দোয়া
- রহমত
- ক্ষমা
- প্রার্থনা ইত্যাদি

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত বিশেষ ইবাদতকেই সালাত বলা হয়।

যা রসুল (সা.) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে তাকবিরে তাহরিমার মাধ্যমে শুরু হয়ে রুকু-সিজদাসহ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ করা

হয়।নামাজ বা সালাত হলো প্রভুর সঙ্গে বান্দার কথোপকথন। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সংলাপ।

সালাতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা:

মহান আল্লাহ তার ইবাদতের জন্যেই মানুষ ও জ্বীন উভয় জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহ বলেন —
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। [সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬]

ফলে তিনি মানুষের জন্য কিছু দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক ইবাদতের প্রচলন করেছেন।দৈহিক ইবাদতের মাঝে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ইবাদত হলো সালাত। সালাত এমন একটি ইবাদত যাকে আল্লাহ তার মাঝে এবং তার বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম সাব্যস্ত করেছেন।

সালাত এমন এক ইবাদত যা সারা বছর দৈনিক পাঁচ বার আদায় করতে হয়। মৃত্যু ছাড়া আর কোন অবস্থাতেই সালাত মাফ হয় না এমনকি মৃত্যুশয্যাতেও সালাত হতে বিরত থাকার কোন বিধান নেই। আল্লাহ তাআলা প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেন। তারপর আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়া করে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে নিয়ে আসেন।তবে সওয়াব ও বিনিময় পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই জারী রাখেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের সওয়াব প্রদান করবে।

সালাত একমাত্র ইবাদত যা আল্লাহ তাআলা সাত আসমানের উপরেই ফরজ করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

মেরাজে গমন করেন তখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি-কোন প্রকার মাধ্যম ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সালাতের দায়িত্ব দেন।এতে সালাতের মহত্ত্ব, মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটে। রব ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে অভিপ্রায়ী একজন মুসলমানের কর্তব্য হল, সে এ মহান এবাদতটির মর্যাদা ও গুরুত্ব অনুধাবন করবে। এবং তার যথার্থতা বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে। এছাড়া ও সালাতের অনেক লাভ ও ফজিলত আছে। নিম্নে এর কয়েকটি ফজিলত আলোচনা করা হল।

■ আল্লাহর একাত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেসালাতের স্বাক্ষ্য দেয়ার পর সালাত হল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামঈমাননের পরেই সালাতের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি বলেন –

بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، و صوم رمضان، وحج البيت.

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি : —

১-এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামআল্লা¬হর রাসূল।
২- সালাত কায়েম করা।
৩- যাকাত প্রদান করা।
৪- রমজানের রোজা রাখা।
৫- বাইতুল্লাহর হজ করা। [সহীহ বুখারী, হা/ ৭; সহীহ মুসলিম, হা/ ১৯]

তিনি আরো বলেন–

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، و ذروة سنامه الجهاد.

সবকিছুর মূল হল ইসলাম, আর ইসলামের খুঁটি সালাত, আর ইসলামের শীর্ষ পীঠ হল জিহাদ। [তিরমিযি, হা/৩৫৪১]

■ সালাত আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোত্তম আমল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন :—

استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.

তোমরা অটুট ও অবিচল থাক, গণনা করো না, আর মনে রাখবে তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল সালাত, একজন মোমিন অবশ্যই সর্বদা ওজুর সংরক্ষণ করতে থাকে। [ইবনে মাজাহ, হা/ ২৭৩].

■ সালাত নূর- যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :—

الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك.

পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক আর আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে সম্পূর্ণ করে, সুবহানালহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পূর্ণ করে। সালাত নূর-আলো। দান খয়রাত প্রমাণ স্বরূপ। ধৈর্য উজ্জলতা আর কোরআন তোমার পক্ষে প্রমাণ অথবা তোমার বিপক্ষে প্রমাণ। [সহীহ মুসলিম, হা/ ৩২৭]

■ সালাত আল্লাহর নৈকট্য ও উচ্চ-মর্যাদা লাভের উপকরণ। সাওবান (রা:) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন —

তুমি বেশি করে আল্লাহর জন্য সেজদা-সালাত আদায় করতে থাক, কারণ তোমার প্রতিটি সেজদার কারণে আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তোমার গুনাহ মাপ করবেন। [সহীহ মুসলিম হাদীস ৭৩৫]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন –

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্য লাভ করে যখন সে সেজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা সেজদার অবস্থায় বেশি বেশি প্রার্থনা কর। [সহীহ মুসলিম, হাদিস ৭৪৪]

■ সালাত পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : –

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مالم يغش الكبائر.

অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমআ হতে আরেক জুমাআ মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। [সহীহ মুসলিম, হাদিস ৩৪৪]

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামগুনাহ প্রায়শ্চিত্তের একটি দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণনা করেন তিনি বলেন –

أرأيتم لوأن نهراً بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا.

যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি পুকুর থাকে আর তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা আবর্জনা অবশিষ্ট থাকে ? সাহাবিরা উত্তরে বললেন, না। রাসূল সা. বলেন-অনুরূপ ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ; আল্লাহ তাআলা দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা দ্বারা গুণাহ-পাপাচারগুলো ধুয়ে মুছে ফেলেন। [সহীহ মুসলিম, হা/ ৪৯৭]

তিনি আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বলেন –

إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة.

মুসলিম বান্দা যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে তখন তার গুনাহ এমনভাবে ঝরে পড়তে থাকে যেমন এই বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস ২০৫৭৬]

■ সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। তাতে হয় সে মুক্তি পাবে অথবা ধ্বংস হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :—

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائرعمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয় তবে তার সকল আমল সঠিক বিবেচিত হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তবে তার সকল আমলই বিনষ্ট বিবেচিত হবে। [তিরমিযি, হাদিস ২৭৮]

■ সফলতা ও সম্মানিত স্থান জান্নাতে প্রবেশকে আল্লাহ তাআলা সালাতের উপরই স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন : –

মুমিনগণ সফলকাম, যারা তাদের সালাতে নম্রতা ও ভীতির সাথে দণ্ডায়মান হয়। [সূরা মুমিন, আয়াত ১-২]

অতঃপর বলেন :—

“আর যারা তাদের সালাতে যত্নবান, তারাই জান্নাতের ওয়ারিশ-যারা ফিরদাউসের ওয়ারিশ হবে এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে। [সুরা আল মুমিন, আয়াত ৯,১০,১১]

আল্লাহ আরো বলেন –

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.ِ

এবং সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হতে বিরত রাখে। [সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫]

চেয়ারে বসে সালাত আদায় সর্ম্পকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

সালাতে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ, রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা'দা (তাশাহহুদের জন্য জমিনে বসা) ও মাফ এমন ধারণা করা যাবে না।অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যাবে না। বরং অসুস্থতার ধরণ হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে।

■ এমন অসুস্থতা, যা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না।

■ এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না।

■ এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. বলেন,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ ﷺ عَنِ الصّلاَةِ، فَقَالَ :صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি কীভাবে নামায পড়ব; সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে। (সহীহ বুখারী ১১১৭)

এ হাদীস স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)। তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে। (আততামহীদ ১/১৩৫)

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের মূলনীতি ও কিছু বিধান:

ইসলাম শাশ্বত, সত্য, স্বভাবজাত ও বাস্তববাদী ধর্ম। ইসলামের প্রতিটি বিধান অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী,চির সুন্দর,সহজ-সরল ও সর্বোপযোগী।ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিধান হচ্ছে, নামাজ।
আল্লাহপাক যা নবীজী (সা.) কে মেরাজের রাতে পুরস্কার হিসেবে দিয়েছিলেন।ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ। তাই ঈমানের পরে, সকল ইবাদতের ঊর্ধ্বে তার স্থান।যে নামাজ কায়েম করল, সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে নামাজ ধ্বংস করল, সে দ্বীন ধ্বংস করল। অর্থাৎ যার নামাজ ঠিক তার দ্বীন ঠিক। আর যার নামাজ বরবাদ তার দ্বীন বরবাদ। অতএব, যে ব্যক্তির নামাজ যত সুন্দর হবে, তার দুনিয়া-আখেরাতের জিন্দেগীও তত সুন্দর ও সফল হবে।তবে নামাজের এ অসীম গুরুত্বের পাশাপাশি শরীয়তের আরেকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর তা হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে

সহজীকরণ। আল্লাহ পাক সাধ্যাতীত নির্দেশ দেন না, বরং যা সহজ তাই আল্লাহর নিকট প্রিয়।

ইরশাদ হয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ- "আল্লাহতাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও উপর চাপিয়ে দেন না"। (সূরা বাকারা : ২৮৬)

ইরশাদ হয়েছে, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না"। (সূরা বাকারা : ১৮৫)

অতএব, অবহেলা প্রদর্শন না করে নামাজের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেমন আবশ্যক, তার সাথে নামাজকে সাধ্যাতীত না করে, বরং সহজ করে দেখাও আবশ্যক। এ দুয়ের মাঝেই রয়েছে সীরাতে মুস্তাকীম।এই মৌলিক আলোচনার পর চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের কয়েকটি বিধান নিচে তুলে ধরা হলো:

■ কিয়াম, রুকু ও সিজদা- নামাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা নামাজের রুকন বা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এই রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অবহেলা করে ছেড়ে দেয় বা চেয়ারে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করে, তার নামাজ আদায় হবে না। আর কেউ যদি কোন রুকন প্রকৃতপক্ষেই আদায় করতে সক্ষম না হয় বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মাযুর (অক্ষম) সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে এ রুকনটি ইশারার মাধ্যমে আদায় করে নিবে। এতে তার নামাজ পরিপূর্ণ বলে গণ্য হবে এবং সে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে।
রেফারেন্স:রদ্দুল মুহতার ১/৪৪২

হজরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন-

كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ১১১৭)

■ সুতরাং কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকু সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবে না।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ.) বলেন-

ولايصح الإيماء بهما – (الركوع والسجود) – مع القدرة عليهما، بل شرطه تعذرهما.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৯, এইচ. এম. সাঈদ)

■ তবে যে ব্যক্তি দাঁড়াতেও সক্ষম না এবং জায়নামাজে বসে সিজদা করতেও সক্ষম না, চেয়ার বা নীচে বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা করা ছাড়া তার উপায় নেই, এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান হল, যথাসম্ভব জায়নামাজে বসেই ইশারা করার চেষ্টা করবে। এটাই উত্তম। কারণ বৈঠকে অধিক বিনয় প্রকাশ পায় এবং বৈঠক সিজদার নিকটবর্তী অবস্থান। তবে কেউ যদি নীচে বসতে সক্ষম না হয়, কিংবা এতে তার অধিক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তির জন্যে চেয়ারে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে কোনো বাধা নেই। নিঃসন্দেহে তার নামাজ বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়ে যাবে।

ইমাম আল মারগীনানী (রাহ.) বলেন- والأفضل هو الإيماء قاعدا ، لأنه أشبه بالسجود (আল-হিদায়া- ১/১৬২)।

হযরত ইবনে আবী লায়লা (রাহ.) রর্ণনা করেন- عن عطاء قال في صلاة القاعد يقعد كيف شاء (মুসান্নাফু ইবনি আবী শায়বা ৬/৬৬, হাদীস নং- ৮৮৭৩)।

ইমাম সারাখসী (রাহ.) বলেন-

والمصلى قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا لأنه لما جاز له ترك أصلالقيام فترك صفة القعود أولى.

■ যে ব্যক্তি দাঁড়াতে এবং বসতে সক্ষম কিন্তু সিজদা করতে সক্ষম না, সিজদা তাকে ইশারায় করতে হয়। এমন ব্যক্তির জন্য কিয়ামের ফরয আদায়ের লক্ষ্যে দাঁড়ানো আবশ্যক, না বসে নামাজ পড়লেও নামায আদায় হবে। এতে দু'টি মত রয়েছে।আমাদের হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়; বসে পড়লেও তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে। তবে অনেকের অভিমত হচ্ছে, যতটুকু সম্ভব দাঁড়িয়ে কিয়ামের ফরয আদায় করতে হবে। তারপর সম্ভব হলে রুকু করবে। তারপর তার জন্য দুটি পন্থা রয়েছে, যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারবে-

এক. বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা আদায় করা। এটা উত্তম।
দুই. দাঁড়িয়ে ইশারার মাধ্যমে সিজদা আদায় করা। তখন সিজদার জন্য মাথাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি নিচু করবে।

ইমাম আইনী (রাহ.) উল্লেখ করেন-

وعن أبي جعفر الطحاوي :ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإن عجز عن ذلك قعد، وإن لم يفعل ذلك خفتأن تفسد صلاته، هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائطأو وسادة لا يجزئه إلا كذلك .ولو استلقى لا يجزئه

(আল বেনায়া- ২/৬৩৫, মাকতাবা নাঈমিয়া)

উভয় মতানুসারে বসার ক্ষেত্রে জায়নামায বা নীচে বসা আবশ্যক, নাকি চেয়ারে বসতে পারবে? এ বিধানটি তিন নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। (রদ্দুল মুহতার-২/৯৮, ইলাউস সুনান:৭/১৯৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা)

■ এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কে সক্ষম, কে অক্ষম, কে মাজুর বা কতটুক মাজুর এবং কে মাজুর না, সে বিষয়টি নির্ণয় করা। এ ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত কথা হচ্ছে, বয়স্ক এবং প্রকাশ্যে রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেদের অপারগতা সম্পর্কে অনেকটা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যদি এ সংক্রান্ত মাসআলা তাদের জানা থাকে। তবে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তি খুবই কম রয়েছেন। তাই উত্তম পন্থা হচ্ছে, নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মুফতি সাহেবদের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেয়া।

আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ, কিন্তু বিশেষ রোগের কারণে বিশেষজ্ঞ বিশ্বস্ত ডাক্তার তাদেরকে রুকু সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও মাজুরের হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে তাদের জন্যও উচিত হবে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে বিজ্ঞ মুফতিদের শরণাপন্ন হওয়া।

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের হুকুম সর্ম্পকে নিচে কয়েকটি অবস্থায় আলোচনা করা হলো

■ **প্রথম অবস্থা:**
যে ব্যক্তি রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে কিয়াম, রুকু, কিংবা সাজদাহ কোনোটিই করতে সক্ষম নয়। তারা যেভাবে বসে তাদের পক্ষে সালাত আদায় করা সম্ভব হয় সেভাবেই আদায় করতে পারবেন। কারণ আল্লাহ বলেন,

“সুতরাং তোমরা যতটুকু সম্ভব ততটুকু আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।”
তাছাড়া আল্লাহ আরও বলেন,
“আল্লাহ কোনো আত্মাকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না”।

নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।
আরও নিয়ম হচ্ছে যে, চেয়ারটি হবে আকারে ছোট। অর্থাৎ যতটুকু না হলে প্রয়োজন পুরো হয় না ততটুকুই। যাতে পার্শ্বস্থ ও পিছনের অন্যান্য মুসল্লিদের কাতার নষ্ট বা সোজা করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

■ দ্বিতীয় অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সে সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি সাধারণ সালাত আদায় করবে। সে কিয়াম ও রুকু যথা নিয়মে আদায় করবে। কিন্তু যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন সে চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকে সাজদা দেবে।

■ তৃতীয় অবস্থা:

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ কিন্তু রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম নয়। তাহলে সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে শুরু করবে। সে যথা নিয়মে কিয়াম করার পর যখন রুকু ও সাজদাহ করার সময় হবে তখন চেয়ারে বসে তার সাধ্যমত রুকু ও সাজদা আদায় করবে। অর্থাৎ ঝুঁকে রুকু আদায় করবে, কিন্তু সাজদাতে রুকুর চেয়েও একটু বেশি ঝুঁকবে।

■ **চতুর্থ অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) কিয়াম করতে সমর্থ নয় কিন্তু সে রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। তাহলে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন রুকুর করতে চাইবে তখন চেয়ার ছেড়ে স্বাভাবিকভাবে রুকু করবে। তারপর সে সাজদাহ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।

মনে রাখতে হবে যে রুখসত তথা ছাড় শুধু প্রয়োজন মোতাবেকই হবে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা যাবে না। যখন রুখসতের প্রয়োজন হয় তখন তার উপর আমল করবে, সেটা অন্য আমলের সময় নেওয়া যাবে না। প্রয়োজনকে তার গণ্ডির ভিতরেই রাখতে হবে।

■ **পঞ্চম অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) রুকু ও সাজদাহ করতে সক্ষম। কিন্তু সে কিয়াম কিংবা রুকু করতে সমর্থ নয়। তাহলে সে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে। তারপর যখন সাজদাহ করার সময় হবে তখন স্বাভাবিকভাবে মাটিতে সাজদায় চলে যাবে।মুসল্লির জানা উচিত যে, এগুলো হচ্ছে ফরয সালাতের বিধান।যদি নফল সালাত হয় তবে সেটা পুরোটাই বসে পড়ার বিধান রয়েছে।

এই সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে,

"যে ব্যক্তি বসে সালাত আদায় করবে সে দাঁড়িয়ে আদায় করার অর্ধেক সালাত প্রাপ্ত হবে"

এই হাদীসটি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যার ওজর নেই। পক্ষান্তরে যার ওজর রয়েছে তিনি বসে পড়লেও পূর্ণ সওয়াব প্রাপ্ত হবেন আশা করা যায় [বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন]

■ **ষষ্ঠ অবস্থা:**

যে ব্যক্তি (রোগ, ভার কিংবা অন্য কোনো কারণে) সালাতের সকল রুকনই যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম। তবে সে তাশাহহুদে বসতে অক্ষম। এমতাবস্থায় সে সাধারণভাবেই সালাত আদায় করতে থাকবে, অতঃপর যখন তাশাহহুদের বসা আসবে তখন চেয়ারে বসে পড়বে।

■ **সপ্তম অবস্থা:**

প্রতিবন্ধী ও রোগীদের সালাতের ব্যাপারে মূল হচ্ছে তারা মাটিতে বসে সালাত আদায় করবে। কিন্তু যদি চেয়ারে বসে আদায় করা হয় তবে তা জায়েয।

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিধান:

যে ক্ষেত্রে শরয়ি ওজরের কারণে চেয়ারে বসে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে, সে ক্ষেত্রে সিজদার সময় ইশারার ওপরই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। উল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ :

■ যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যেকোনোভাবে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ার ইত্যাদিতে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না।

■ আর কেউ যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ায় সিজদা করার শক্তি না রাখে অথবা সে মাটিতে বসতে পারে, কিন্তু রুকু-সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক মাটিতে বসে নামাজ আদায় করবে। চেয়ার ইত্যাদির ব্যবহার তাদের জন্য উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি কোনোভাবেই মাটিতে বসা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এ অবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে। আসলে অসুস্থ ব্যক্তির

অবস্থাভেদে চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিভিন্ন হুকুম হতে পারে। তাই এ বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য কাম্য নয়।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা জায়েয হয়ে যায় না:

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে।
ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন। কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না।
বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

'দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।'

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।

আর কোন প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?

উত্তরে তিনি বলেন

.إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا

যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض :صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة .وقوله :فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً

حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

(আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

(قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন

(قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে সালাত সহীহ নাও হতে পারে।

যাদের জন্য পুরো সালাত চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয:

■ যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

মোটকথা এই, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

যাদের জন্য সালাতের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েজ:

১. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে

যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথা নিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্তে¡ও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.-এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের (ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হল, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে।

আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে এই মাসআলার উপর বিশদ আলোচনা করেছেন এবং 'ফাতহুল কাদীর' খ. ১ পৃ. ৪৬০, 'আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং 'ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই 'কওল' (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খণ্ডন করেছেন যে, 'শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।' তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

এমনকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না।
বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলব না।

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে সালাত আদায় করা নাজায়েয:

অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে।এই সর্ম্পকে নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে, নতুবা তার নামায সহীহ হবে না।

চেয়ারে বসে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি:

নামাযে বৈঠকের যে বিধান রয়েছে তার অর্থই হল, যমিন বা সমতলে বসা। আর সিজদা, যা মূলত নামাযের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন। এর হাকীকতই হচ্ছে, শরীরের উপরের অংশ নিচু হওয়া আর পেছনের অংশ উঁচু হওয়া।
সিজদার পদ্ধতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، عَلَى الجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ.

আমাকে সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) আদেশ করা হয়েছেঃ
(১) কপাল ও নাক।

(২, ৩) দুই হাত।
(৪, ৫) দুই হাঁটু।
(৬, ৭) দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ।
(সহীহ বুখারী, হাদীস ৮১২)

এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে,
এই সাত অঙ্গ ব্যবহার করে সিজদা করলেই তা পরিপূর্ণ সিজদা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এভাবে সিজদা করারই হুকুম প্রদান করেছেন। আর নিচে বসে সমতলে সিজদা করার দ্বারাই এ হুকুম আদায় হয়। চেয়ারে বসে এভাবে সিজদা আদায় করা সম্ভবই নয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যপারে হুকুম হল, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযূর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওযরেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামায আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম। (আলকাউসার, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, শাবান-রমজান ১৪৪১ হি.)

মসজিদে সালাতের জামাতে চেয়ারের অবস্থান ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান:

যার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ জায়েজ হয়, তার জন্য কাতারের শেষ মাথায় চেয়ারে বসে সালাত পড়া জায়েজ হতে পারে। মাঝখানে বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চেয়ারে বসে সালাত পড়া মসজিদ ও জামাতের আদবের খেলাফ।নিম্নে এই সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মুসল্লি যদি কাতারের মাঝখানে হয় তবে চেয়ারের পিছনের পা দু'টিকে কাতারের মধ্যে রাখতে হবে। এমতাবস্থায় সে নিজের শরীর নিয়ে কাতার থেকে সামনে এগিয়ে বসবে। যাতে করে পিছনের কাতার নষ্ট না হয়।

২. আর যদি চেয়ার কাতারের এক পার্শ্বে কিংবা কাতারসমূহের পিছনে থাকে, আর তার পিছনে কোনো কাতার না থাকে তবে সে চেয়ারের সামনের পা দু'টি কাতারের মধ্যে রাখবে, আর সে শরীর নিয়ে কাতারে থাকবে, শরীর নিয়ে কাতারের সামনে এগিয়ে যাবে না।
নিয়ম হচ্ছে যে, যারা চেয়ারে বসে সালাত আদায় করবে তারা সরাসরি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে না। কারণ আশংকা করা হয় যে, ইমামের পিছনে দাঁড়ানোর ফলে কোনো কারণে যদি ইমাম কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হয় তবে ইমাম সাহেবকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। তাছাড়া কোনো পাঠ বা ঘোষণার সময় সে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লিদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

৩. মুসল্লির জন্য এটা জায়েয হবে না যে সে রুকু ও সাজদার সময় চেয়ার সামনের দিকে টেনে নিবে আবার দাঁড়ানো অবস্থায় সেটাকে আবার পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে এর উল্টোটাও করা জায়েয হবে না। এ ধরনের কাজ অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে ধর্তব্য হবে। আর কোনো দরকারও নেই।

তাছাড়া যারা চেয়ারে সালাত আদায় করবে তাদের উচিত যে চেয়ারে তারা বসছে সেটা ঠিক আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া। কারণ এ সকল চেয়ার অনেক সময় ধরে মসজিদে থাকার কারণে সেগুলো কিছু সময় ঠিক থাকার পরে অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া কারও কারও ওজন বেশি হলে তার ভার সইতে না পেরে চেয়ারের পা ভেঙ্গে সে নিজে পড়ে যেমন ব্যথা পেতে পারে তেমনি পার্শ্বস্থ অন্য কাউকেও কষ্ট দিতে পারে।

আবার কিছু কিছু চেয়ার রয়েছে যা কোনো দানকারীর মাধ্যমে এসেছে। এগুলোর উপকারিতা সকলের জন্যই। কেউ সেগুলোকে নিজের মত করে রিজার্ভ করে নিতে পারে না। বরং মসজিদে প্রবেশের পর যা পাওয়া যাবে তাতে সে সালাত আদায় করবে। তবে যদি কেউ নিজের মালিকানায় কোনো চেয়ার খরিদ করে মসজিদে রাখে তাহলে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কারও উচিত হবে না সেটায় হস্তক্ষেপ করা। [আর আল্লাহই ভালো জানেন]

যে মুসল্লি সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার অনুমতি পেয়েছেন বা চেয়ার ব্যতীত যাদের কোনো বিকল্প নেই, তারা মসজিদে গিয়ে চেয়ারে বসে সালাত পড়বেন,নাকি মসজিদের শোভা নষ্ট হবে এই অজুহাতে মসজিদ ছেড়ে ঘরে নামায আদায় করবেন?

এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক মত হলো, তারা মসজিদে গিয়েই জামাতে শরীক হয়ে নামাজ আদায় করবেন, যদিও তারা চেয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য। কারণ, ফরয নামাজ আদায় করার আসল রূপই হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে সবাই মিলে জামাত করে নামাজ আদায় করা। সম্মিলিতভাবে বন্দেগি করা ও দাসত্ব প্রকাশ করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। তাই মসজিদের জামাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যেমন- وَارْكَعوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (সূরা বাকারা: ৪৩) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ -সূরা শুআরা-২১৯

عن أبي هريرة :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب، ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها،ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أنه يجد عرقا سمينا، أو مرماتينحسنتين، لشهد العشاء

(সহিহ বুখারী: হাদিস নং-৬৪৪)

عن أبي هريرة، قال :أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال :يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول اللهصلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال :هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال :نعم، قال :فأجب

(সহিহ মুসলিম : হাদিস নং- ৬৫৩)

তাই যারা জামাতে উপস্থিত হতে পারে, তাদের জন্য এর বিকল্প নেই। কেননা মসজিদের নামাজে যে প্রাণ থাকে, ঘরের নামাজে সেটা থাকে না। তাছাড়া এ ধরণের বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ রোগীর কষ্ট করে জামাতে উপস্থিত হওয়া, অন্যদেরকে মসজিদে গিয়ে জামাতে শরীক হতে উৎসাহী করবে এবং গাফেল লোকদের মসজিদমুখী হতে প্রেরণা যোগাবে। তাই এমন লোকদের মসজিদের জামাতে উপস্থিতি আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা ও সকল সৃষ্টির কাছে পছন্দনীয়।

চেয়ারে সালাত আদায়কারীর জ্ঞাতব্য:

এটা জানা থাকা উচিত যে, যে ব্যক্তি চেয়ারে সালাত আদায় করবে তার সালাতে বিনয় ও নম্রতার ঘাটতি থাকবেই। কারণ এর মাধ্যমে সে সালাতের রুকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারছে না। সুতরাং নিতান্ত প্রয়োজনেই্ কেবল এ রুখসত বা ছাড় গ্রহণ করা যাবে। তাছাড়া তার উচিত সালাতে মন-প্রাণ হাজির রাখার বিষয়টি সর্বদা আমলে রাখা। যতটুকু সম্ভব অসাবধানতা থেকে দূরে থাকা। যেহেতু চেয়ারে সালাত আদায়কারী অধিকাংশই রোগী হয়ে থাকেন, তাই তাদের জন্য সালাতে খুব আগে আসা পছন্দনীয় কাজ নয়। বিশেষ করে জুম‘আর

সালাতে। কারণ তাদের কাউকেও দেখা যায় যে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, অথচ ইমাম মিম্বারে খুৎবা দিচ্ছেন। এমনকি কোনো কোনো নেককার লোক বলেছেন, একবার এক অসুস্থ চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল, ইমাম সাহেব সালাত আদায় করে শেষ করে চলে গেল, মানুষরাও চলে যাওয়ার পর মসজিদ পরিস্কার করার সময় তাকে জাগানো হলে সে বলল, আমি সালাতের অপেক্ষায় রয়েছি, সময় এখন কত? ইত্যাদি। অথচ তার জুমআর সালাত ছুটে গেছে।

.

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে এবং জুমার সালাত ছুটে যাবে, তার উচিত হচ্ছে চার রাকা'আত যোহর আদায় করা।

সতর্কীকরণ:

কোনো কোনো সময় দেখা যায়, কোনো লোক দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে, আর তার পিছনে রয়েছে একটি চেয়ার। তখন দর্শক মনে করল যে, লোকটির বুঝি চেয়ারের প্রয়োজন নেই, তাই সে চেয়ারটিকে সরিয়ে মসজিদের এক পার্শ্বে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে মুসল্লি রুকু ও সাজদা করার জন্য সে চেয়ারে বসতে যায়; কারণ সে মনে করে চেয়ারটি তার পেছনে রয়েছে, ফলে সে মাটিতে পড়ে যায়, কখনও কখনও এভাবে মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণে তার রোগ আরও বেড়ে যায়। এভাবে পড়ে গিয়ে সে যেমন তার সালাত ত্যাগ করে তেমনি তার ক্রোধও বেড়ে যায়, আবার কখনও কখনও যে এ কাজটি করেছে তার উদ্দেশ্যে কঠোর বাক্য কিংবা গালিও দিতে শুরু করে।

মাসআলা:

যে ব্যক্তি এ ধরনের সমস্যায় পড়বে তার জন্য উচিত হবে সালাত ত্যাগ না কর, বরং সে যেভাবে পারে সেভাবে এ সালাতটি সম্পন্ন করবে, এতে করে যদি তাকে

এদিক সেদিক তাকানোও হয়ে যায় তবুও সমস্যা হবে না। কারও কারও মনে হতে পারে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটে না। বস্তুত: এ ধরনের ঘটনা বাস্তব।

মাসআলা:

লক্ষ্য করা যায় যে, কোনো কোনো মুসল্লি চেয়ারে সালাত আদায়ের সময় সামনে টেবিলের মত কিছু রেখে তার উপর সাজদা করে থাকে, [যেমনটি নিম্নের চিত্রে রয়েছে] এটা সুন্নাতের বিপরীত কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে, এটা করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং মুসল্লির উচিত হবে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা কিংবা বাড়াবাড়ি না করে যতটুকু সম্ভব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করা। এটাই আসল কথা আর অধিকাংশ আলেমের মতও তা-ই।

মাসআলা:

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী কোনো কোনো মুসল্লিকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা যখন সাজদা করতে চান তখন তাদের দু' হাতকে বাতাসে বিছিয়ে সেটার উপর সাজদা করেন। এটা করাও ঠিক হবে না। কারণ এর উপর কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। এটি আসল নিয়মের পরিপন্থী কাজ। এতে এক ধরনের কৃত্রিমতা রয়েছে। বিশুদ্ধ হচ্ছে তাই যা পূর্বের মাসআলায় বর্ণনা করা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

উপসংহার:

সালাত ত্যাগ করার মত আর কোন বড় গুনাহ হতে পারে না। সালাত ত্যাগ করার মানে হচ্ছে ইসলামের স্তম্ভ-খুঁটি ভেঙে চূর্ণবিচুর্ণ করা। ইসলামের মাঝে সালাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সত্ত্বেও সালাত পরিত্যাগ করা যে কত বড় গুনাহ তা বর্ণনা দেয়ার অবকাশ রাখে না।

আমরা কুরআনের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে আল্লাহ সালাত ত্যাগকারীদের নয়, বরং ভুলে সালাত আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে কঠিন হুমকি দিয়েছেন, আর যারা নামাজ ত্যাগকারী ও সালাত নষ্টকারী, তাদের কি পরিণতি হবে, তা বলাই বাহুল্য।, দেখুন আল্লাহ সালাত ভুলে যাওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন –

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

আর পরিতাপ সেই নামাজিদের জন্য, যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী। [সুরা মাউন, আয়াত ৪-৫]

সালাত বিনষ্টকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন –

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

তাদের পর আসল অপদার্থ পরবর্তীগণ -তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল ; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত ৫৯]

চেয়ারে বসে সালাত আদায়কারী মুসল্লিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এ বিধানগুলোই মূলত মৌলিক হুকুম-আহকাম। এতে পরিপূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে মানুষের কাজের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্তি অসম্ভব। এ গবেষনাতে যা কিছু বিশুদ্ধ বর্ণিত হলো তা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যা কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা আমার পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে।